[2021] 6 এস. সি. আর. 1125

ড. যশবন্তরাও ভাস্কররাও দেশমুখ

রঘুনাথ কিষাণ সাঁইন্দানে (2021 সালের 6315 নং দেওয়ানি আপিল)

অক্টোবর 08,2021

[ইন্দিরা ব্যানার্জি এবং জে. কে. মহেশ্বরী, জে. জে।]

বিলম্ব/ল্যাচঃ একপক্ষীয় আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করতে 650 দিনের বিলম্বের ক্ষমা-উত্তরদাতার দ্বারা চুক্তির নির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য মামলা আংশিকভাবে নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং পুনরুদ্ধার Rs.61,000 নির্দিষ্ট কাজের জন্য ত্রাণ খারিজ করার সময় আদেশ দেওয়া হয়েছিল-উত্তরদাতা হাইকোর্টে আপিল দায়ের করেছিলেন-আপিলকারীকে যথাযথভাবে পরিবেশন করা হয়েছিল এবং তাঁর কৌঁসুলির মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে উপস্থিত করা হয়েছিল-তবে, জেলা আদালতের আর্থিক এখতিয়ার বৃদ্ধির কারণে, আপিল হাইকোর্ট থেকে জেলা আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং কাগজ প্রকাশনার মাধ্যমে আপিলকারীকে নতুন নোটিশ জারি করা হয়েছিল ডি আপিলকারী উপস্থিত হননি এবং জেলা আদালত একপক্ষীয়ভাবে কার্যক্রম চালিয়েছিলেন আপিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং এর পক্ষে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন মঞ্জুর করা হয়েছে উত্তরদাতা-- আপিলকারী উচ্চ আদালতে আপিল দায়ের করেছিলেন-- আপিল দায়ের করতে 650 দিন বিলম্ব হয়েছিল-তাঁর চাকরি না করার আবেদন ঠিকানা পরিবর্তনের কারণে নোটিশ, হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত হয়নি উচ্চ আদালত আবেদন খারিজ করে দেয় কারণ বিলম্বের যথেষ্ট কারণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি-আপিলে বলা হয়েছেঃ এই ক্ষেত্রে, আবেদনকারী ভোটার তালিকা/আধার কার্ড সহ নথিগুলি আমালনার থেকে নাসিকে তাঁর ঠিকানা পরিবর্তন দেখানো নথিগুলি উপস্থাপন করেছিলেন-অন্যদিকে, উত্তরদাতা নিজেই আমালনারের ভোটার তালিকা উপস্থাপন করেছিলেন এই যুক্তি দিয়ে যে আবেদনকারীর নাম এখনও এফ বিদ্যমান ছিল-এমন পরিস্থিতিতে, কোনও তদন্ত ছাড়াই এবং আবেদনকারীর ব্যাখ্যাকে অবিশ্বাস করে কোনও সিদ্ধান্তে না পৌঁছে, উচ্চ আদালত বিলম্বের ক্ষমা করার আবেদন প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না-হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল-হাইকোর্ট দ্বিতীয় আপিল গ্রহণ করে দ্রুত নিষ্পত্তি করবে। আপিল নিষ্পত্তি করে আদালত বলেছেঃ । এই ক্ষেত্রে, আবেদনকারী ভোটার তালিকা/আধার কার্ড সহ নথিগুলিও উপস্থাপন করেছিলেন যা অমলনের থেকে নাসিক পর্যন্ত তাঁর ঠিকানা পরিবর্তন দেখায়। অন্যদিকে, উত্তরদাতা আমালনারের ভোটার তালিকা

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

একটি যুক্তি যে আপিলকারীর নাম এখনও বিদ্যমান। যাইহোক, এই ধরনের পরিস্থিতিতে কোনও তদন্ত ছাড়াই এবং আপিলকারীর ব্যাখ্যাকে অবিশ্বাস করে কোনও সিদ্ধান্তে না পৌঁছে হাইকোর্ট বিলম্বের ক্ষমা করার আবেদন প্রত্যাখ্যান করার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। [অনুচ্ছেদ 14] [1130-বি-সি]

2. পেরুমন ভগবতী দেবস্বমের রায় অনুসারে, আদালত আপিল পর্যায়ে বিচারাধীন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বিলম্বের ক্ষমা করার বিষয়টি বিবেচনা করার সময়, আইনজীবীরা সাধারণত যোগাযোগে থাকা মামলাকারীদের অবহিত করেন। কখনও কখনও, তারা তাদের মক্কেলদের আশ্বাস দেয় যে যখন এবং যখন বিষয়টি শুনানির জন্য প্রস্তুত হবে তখন তারা তাদের তথ্য দেবে। সুতরাং, হাইকোর্ট শুধুমাত্র সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় আবেদনটি খারিজ করে দিয়ে ভুল করেছে। দ্বিতীয় আপিলটি হাইকোর্টের কাছে থাকে যদি হাইকোর্ট সন্তুষ্ট হয় যে আইনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। হাইকোর্ট যত দ্রুত সম্ভব ভর্তির জন্য দ্বিতীয় আপিল গ্রহণ করবে। [অনুচ্ছেদ 15,16] [1130-সি-এফ]

পেরুমন ভগবথিউ দেওয়াস্বোম পেরিনাড়ু গ্রাম বনাম। ভার্গবী আম্মা (মৃত) এল. আর. এস এবং অন্যান্যদের দ্বারা (2008) 8 এস. সি. সি 321: [2008] 11 এস. সি. আর 1-নির্ভরশীল মোহন ভি। আর. মধু 2019 (16) স্কেল 602; রোহিন থাপা বনাম। রোহিত ডোরা (2019) 7 এসসিসি 359-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2008] 11 এসসিআর। নির্ভরশী অনুচ্ছেদ 8

2019 (16) স্কেল 602 অনুচ্ছেদ 9

(2019)-এ উল্লিখিত 7 এস. সি. সি 359 অনুচ্ছেদ 9-

দেওয়ানি আবেদনে ঔরঙ্গাবাদের বোম্বে বেঞ্চে হাইকোর্টের বিচার বিভাগের 07.08.2018 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে 2017 সালের দ্বিতীয় আপিল (এস. টি) <আই. ডি1>-এ 2017 সালের <আই. ডি2>।

বিবেক সোলশে, বরুণ সোলশে, বিজয় খামকার, অঞ্জনী কুমার ঝা, অ্যাড. আবেদনকারীর জন্য।

নিশান্ত রমাকান্তরাও কাটনেশ্বরকর, এড. উত্তরদাতার জন্য।

যশবন্তরাওভাস্কররাওদেশমুখবনাম। 1127

রঘুনাথ কিষাণ সাঁইন্দানে

আদালতের রায় প্রদান করা হয়েছিল

জে কে মহেশ্বরী, জে।

1.লিভ মঞ্জুর করা হয়েছে।

2. এই আপিলটি দ্বারা 7.8.2018-এ প্রদত্ত রায় থেকে উদ্ভূত হয় 2017 সালের 31286 নং দ্বিতীয় আপিল (এস. টি)-এ 2017 সালের সিভিল বি আবেদন নং 12143-এর উপর বোম্বে হাইকোর্টের ঔরঙ্গাবাদের বেঞ্চ বিলম্বের ক্ষমা চাওয়ার আবেদন এবং সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ বলে আপিল খারিজ করে দেয়।
3. এই আপিল দায়ের করার কারণ হল যে, মওজে হিঙ্গোন সিম তহসিল আমালনেরে অবস্থিত 1.54 হেক্টর জমির পরিমাণের গ্যাট নম্বর 21/1 সহ একটি কৃষিজমি বিক্রি করার চুক্তির ভিত্তিতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে চুক্তির নির্দিষ্ট কার্যকারিতার জন্য একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন), আমালনার 2001 সালের 2 নং বিশেষ দেওয়ানি মামলায় এই মামলাটি আংশিকভাবে একতরফা রায় দ্বারা জারি করেছিলেন। 61,000 / - আপিলকারীর (বিবাদী) কাছ থেকে 6 শতাংশ টাকা সুদের পাশাপাশি, চুক্তির নির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য ছাড় প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

4. উত্তরদাতা হাইকোর্টে প্রথম আপিল করেন। আপিলকারীকে যথাযথভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং কৌঁসুলির মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে হাজির করা হয়েছিল। তবে, জেলা আদালতের আর্থিক এখতিয়ার বৃদ্ধির কারণে, উক্ত আপিলটি হাইকোর্ট থেকে জেলা আদালতে স্থানান্তরিত হয়। এরপরে, আবেদনকারীকে একটি নতুন নোটিশ জারি করা হয়েছিল, যা কাগজ প্রকাশের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী হাজির হননি এবং তাঁর ঠিকানা পরিবর্তনের কারণে নোটিশ না দেওয়ার অজুহাত দেখিয়েছিলেন। অস্থায়ী জেলা বিচারক-1, আমালনার এক পক্ষের কার্যনির্বাহী, 2012 সালের 31 নং নিয়মিত দেওয়ানি আপিলের অনুমতি দেন 8.09.2015 তারিখের রায়ের মাধ্যমে এবং উত্তরদাতার (তাতে বাদী) পক্ষে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি মঞ্জুর করেন।

5. অ্যাড-হক জেলা জজ-1-এর রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে, আবেদনকারী অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ঔরঙ্গাবাদের জি বোম্বে হাইকোর্টের বিচারিক বেঞ্চে দ্বিতীয় আপিল দায়ের করেন, এই যুক্তি দিয়ে যে প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় কেবলমাত্র 14.9.2017-এ তাঁর নজরে আসে। আপিল দায়ের করতে 650 দিন বিলম্ব হয়েছিল। যাইহোক, আপিলের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের কারণে বিলম্বের ব্যাখ্যা দিয়ে, ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল।

6. 07.08.2018 তারিখের বিতর্কিত রায় দ্বারা, দ্বারা পাস 2017 সালের দ্বিতীয় আপিল (এস. টি) নং 31286-এ হাইকোর্ট ক্ষমা চাওয়ার আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল যে, ঠিকানা পরিবর্তনের কারণে নোটিশ না দেওয়ার আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। এটিও লক্ষ্য করা গেছে যে আপিলকারী নিজেই অবহেলা করেছিলেন এবং নিম্ন আপিল আদালতে নিযুক্ত তাঁর কৌঁসুলির সাথে যোগাযোগ করেননি। হাই আদালত অবশ্য পর্যবেক্ষণ করেছে যে, গত 17 বছর ধরে মামলা-মোকদ্দমা চালাচ্ছেন এমন উত্তরদাতাকে তাঁর অর্জিত মূল্যবান অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। এই পর্যবেক্ষণগুলির সাথে, ক্ষমা চাওয়ার আবেদনটি বাতিল হয়ে যায়, দ্বিতীয় আবেদনটি সময়সাপেক্ষ বলে খারিজ করে দেওয়া হয়।

7. আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত পরামর্শদাতা কঠোরভাবে অনুরোধ করেছেন যে চুক্তির নির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছিল। নেওয়া প্রতিরক্ষা অনুসারে, চুক্তি থেকেই বোঝা যায় যে এটি বিক্রির চুক্তি ছিল না, বরং অর্থের লেনদেন ছিল, যার জন্য মোট পরিমাণ ছিল 500 কোটি টাকা। 90,000 / - ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং মাত্র 500 টাকা। 51,000 / - অবশিষ্ট ছিল। এছাড়াও, এক কোটি টাকা। 10,000 / - পরে পরিশোধ করা হয় এবং তাতে অনুমোদন করা হয়। বিচার আদালত আন্তরিক অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য আংশিকভাবে মামলা 'ডি "-র রায় দেয়। নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি একটি বিবেচনামূলক ত্রাণ, যা নির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের 16 ধারার অধীনে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যাইহোক, দাবির বিরোধিতা করার জন্য শুনানির সুযোগ না দিয়ে, নিম্ন আপিল আদালত উত্তরদাতার আপিল মঞ্জুর করে এবং একটি একতরফা রায় এবং নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি পাস করে। কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ই সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় আপিল খারিজ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

8. যুক্তিগুলির সমর্থনে, এল. আর. এস এবং অন্যান্যদের দ্বারা পেরুমন ভগবথিউ দেভাস্বোম পেরিনাডু গ্রাম বনাম ভার্গবী আম্মা (মৃত) মামলায় এই আদালতের একটি রায়ের উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করা হয়েছে। (2008) 8এস. সি. সি 321 যুক্তি দেখায় যে যখন আপিল এফ আদালতে আপিল বিচারাধীন থাকে যেখানে পর্যায়ক্রমিক তারিখ দেওয়া হয় না, তখন পক্ষগুলিকে দোষ দেওয়া যায় না কারণ কৌঁসুলি পক্ষগুলিকে জানায় যে যখন মামলাটি শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হবে তখন তারা যোগাযোগ করবে। যে মামলায় প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠানো আপিলের নোটিশটি কথিতভাবে প্রদান করা হয়নি এবং ঠিকানা পরিবর্তনের নথিগুলি বিবেচনা করা হয়েছে আবেদনকারীর পাশাপাশি উত্তরদাতার দায়ের করা জি, যা রেকর্ডে রয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া উচিত।

9. রিলায়েন্সকে এই আদালতের রায়ে এন-তে রাখা হয়েছ মোহন বনাম আর. মধু 2019 (16) স্কেল 602। উক্ত মামলায়, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে, অর্থ জমা সাপেক্ষে একটি সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

রঘুনাথ কিষাণ সাঁইন্দানে [জে. কে. মহেশ্বরী, জে.]

10. এ রোহিন থাপা বনাম রোহিত ডোরা (2019) 7 এস. সি. সি 359 মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর রিলায়েন্সকে আরও স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে এই আদালত চুক্তির পরিমাণ জমা এবং স্ট্যাম্প এবং নিবন্ধকরণ ফি পরিমাণ আরও জমা করার নির্দেশ সাপেক্ষে, বিলম্বকে ক্ষমা করার নির্দেশ দিয়েছে এবং আদালত কর্তৃক সম্পাদিত বিক্রয় দলিলটিও বাতিল করে দিয়েছে। অতএব, বি নির্দিষ্ট কর্মক্ষমতা একটি স্যুট একটি সুযোগ আবেদনকারীকে উপযুক্ত বলে বিবেচিত শর্ত আরোপ সাপেক্ষে বিলম্বকে ক্ষমা করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

11. বিপরীতে, উত্তরদাতার প্রতিনিধিত্বকারী শিক্ষিত পরামর্শদাত তিনি দাবি করেন যে, চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য একটি মামলা অনেক আগে দায়ের করা হয়েছিল এবং উত্তরদাতা গত 20 বছর ধরে বিষয়টি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ট্রায়াল কোর্টে উক্ত মামলায় আপিলকারী একপক্ষীয় ছিলেন। তবে, মামলাটি আংশিকভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। উচ্চ আদালতে প্রথম আপিল দায়ের করার পর, নোটিশ জারি করা হয় এবং আপিলকারীর প্রতিনিধিত্ব করা হয় উকিল। পরে, আর্থিক এখতিয়ার বৃদ্ধির কারণে, উক্ত আপিলটি আমালনারের অ্যাড-হক জেলা জজ-I-এর আদালতে স্থানান্তরিত হয়, যেখানে আপিলের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে জারি করা হয়। ডি আপিলকারী প্রথম আপিল আদালতে হাজির হওয়া বেছে নেননি, তবে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলাটি জারি করা হয়েছিল। আবেদনকা পক্ষান্তরে থেকে যায় এবং মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার পরে বিক্রয় দলিলর করা হয়েছে। আপিলকারী কর্তৃক হাইকোর্টে দায়ের করা আপিলটি 650 দিনের সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, যা ব্যাখ্যা করা হয়নি। সততা দেখাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে এই আদালতের হস্তক্ষেপের কোনও যৌক্তিকতা নেই।

12. পক্ষগুলির পক্ষে বিদ্বান পরামর্শ শোনার পর এবং মামলার তথ্যের পর্যালোচনার ভিত্তিতে, নির্দিষ্ট কার্যকারিতা চাওয়ার মামলাটি 18.2.1998 তারিখের বিক্রয়ের চুক্তির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। বিক্রির জন্য কথিত চুক্তি অনুযায়ী, আপিলকারী 5 বিঘা জমি 5 টাকা হারে বিক্রির জন্য রাজি হয়েছিলেন। 51000 / - প্রতি বিঘা। বিক্রির চুক্তির নথি অনুযায়ী, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। পরে, নির্দিষ্ট অর্থ ফেরতও নথিভুক্ত করা হয় এবং তাতে স্বীকার করা হয়। ট্রায়াল কোর্ট, এটি বিবেচনা করে, নির্দিষ্ট পারফরম্যান্সের একটি ডিক্রি দিতে অস্বীকার করে কিন্তু 500 টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেয়। 61,000 / - আগ্রহ নিয়ে। উক্ত ডিক্রিটি নিম্ন জি আপিল আদালত দ্বারা বিপরীত হয়, নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের নির্দেশ দেয়। উভয় আদালতেই আপিলকারী একপক্ষীয় ছিলেন।

13. আবেদনকারী হাইকোর্টে একটি আপিল দায়ের করেন, যা সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ বলে খারিজ করা হয়েছে। হাইকোর্ট, দ্বিতীয় দাখিল করতে বিলম্বের ক্ষমা চাওয়ার আবেদন খারিজ করার সময়

একটি আপিল পর্যবেক্ষণ করেছে যে বিলম্বের যথেষ্ট কারণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মামলাকারী, যিনি এই বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তিনি অবহেলা করতে পারেন না এবং গত 17 বছর ধরে মামলা দায়ের করা উত্তরদাতাকে তাঁর অর্জিত মূল্যবান অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অন্যায় হবে।

14. এই ক্ষেত্রে, আবেদনকারী ভোটার তালিকা/আধার কার্ড সহ নথি 'বি' উপস্থাপন করেছেন যা অমলনের থেকে নাসিক-এ তাঁর ঠিকানা পরিবর্তন দেখায়। অন্যদিকে, উত্তরদাতা নিজে আমালনারের ভোটার তালিকা তৈরি করেছেন এই যুক্তি দিয়ে যে আপিলকারীর নাম এখনও বিদ্যমান। যাইহোক, এই ধরনের পরিস্থিতিতে কোনও তদন্ত ছাড়াই এবং আপিলকারীর ব্যাখ্যাকে অবিশ্বাস করে কোনও সিদ্ধান্তে না পৌঁছে হাইকোর্ট 'সি' দেরির ক্ষমা করার আবেদন প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

15. পেরুমন ভগবতী দেবস্বমের রায় অনুযায় (উপরে), আদালত, আপিল পর্যায়ে বিচারাধীন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বিলম্বের ক্ষমা করার বিষয়টি বিবেচনা করার সময়, স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে আইনজীবীরা সাধারণত যোগাযোগে থাকা মামলাকারীদের অবহিত করেন। কখনও কখনও, তারা তাদের মক্কেলদের আশ্বাস দেয় যে যখন এবং যখন বিষয়টি শুনানির জন্য প্রস্তুত হবে তখন তাদের তথ্য দেবে। উপরোক্ত দিকটি বিবেচনা করে এবং একটি নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, আমরা বিবেচনা করি যে হাইকোর্ট কেবল সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় আপিল খারিজ করে ভুল করেছে। অতএব, হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ বাতিল করা হয়।

16. দ্বিতীয় আপিলটি হাইকোর্টের কাছে থাকে যদি হাইকোর্ট সন্তুষ্ট হয় যে আইনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। আমরা হাইকোর্টকে অনুরোধ করছি, যত দ্রুত সম্ভব দ্বিতীয় আবেদনটি গ্রহণ করার জন্য, বিশেষ করে এক মাসের মধ্যে, এবং যদি দ্বিতীয় আবেদনটি গৃহীত হয়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত ছয় বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য। এই রায় ও আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে কয়েক মাস।

17. এখানে এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এখানে উপরের যে কোনও পর্যবেক্ষণ দ্বিতীয় আপিলের যোগ্যতার উপর একটি অভিব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং পক্ষগুলির জন্য কোনও বাধা সৃষ্টি করবে না।

18. অতএব, আপিল উপরোক্ত শর্তাবলীতে নিষ্পত্তি করা হয়। কোনও অর্ডার নেখরচের ক্ষেত্রে। দেবিকা গুজরাল আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen